সমকাল

তারিখ ... 18 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে নীতিমালা চাই

জান্নাতুল ফেরদৌস

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে কে কে আগামী বছর প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন তার ভাগ্য যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। আবেদনপত্র জমা দিতে হয় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে। তিনি যাচাই-বাছাই করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে পাঠান। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তার জেলার সব ক'টা উপজেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রার্থীর নাম বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কাছে পাঠান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে- জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি কী? নীতিমালায় আছে, প্রার্থীর নিজ নিজ পদে যোগদানের তারিখ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ করা হবে।

জ্যেষ্ঠতা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক আলাদা পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না। যোগদানের তারিখই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। একজন সহকারী শিক্ষক অনেক বছর পরে প্রধান শিক্ষক হন। প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের তারিখটাই যদি মুখ্য হয়, তাহলে কি তার ওপর অবিচার করা হয় না? কোনো কর্মকর্তা যদি বলেন, একজন শিক্ষকের সহকারী শিক্ষক পদে যোগদানের তারিখটা বিবেচনা করা হয় তাহলে তো নীতিমালা ঠিকমতো অনুসরণ করা হয় না। কারণ নীতিমালায় আছে নিজ পদে যোগদানের তারিখ। একজন প্রধান শিক্ষকের নিজ পদ বলতে কিছুতেই সহকারী শিক্ষকের পদ হতে পারে না। একই পদে যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপিত হতে পারে; ভিন্ন পদে নয়। নীতিমালায় প্রধান শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন উল্লেখ করা উচিত।

বিসিএসে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের জন্য কোনো ক্যাডার নেই। বিভিন্ন অধিদফতরের বিসিএস ক্যাডারের অফিসাররা ঢাকায় থাকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে যোগদান করেন। সঙ্গত কারণেই তাদের প্রণীত নীতিমালাগুলো স্পষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ থাকে না। ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা (তারা বিসিএস ক্যাডার নন) নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যান। তাতে শিক্ষকদের অনেক দুর্ভোগ হয়। যেমন- শিক্ষকদের বদলির নীতিমালায় আছে, গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া যাবে না।

একই উপজেলার মধ্যে গ্রাম-শহর দুটিই আছে। গ্রামের প্রার্থীকে শহরে এবং শহরের প্রার্থীকে গ্রামে নিয়োগ দেওয়া হয়। শহরের প্রার্থীর কিছুই করার থাকে না। কারণ এ ধরনের নিয়োগ নিষিদ্ধ নয়। শহরের ওই প্রার্থী জীবনে কোনো দিন গ্রাম থেকে শহরে বদলি হতে পারবেন না। কারণ নীতিমালায় তাদের জন্য সে সুবিধা রাখা হয়নি।

অন্যদিকে যারা তুলনামূলক কম মেধার প্রার্থী তাদের অন্য উপজেলায় নিয়োগ দেওয়া হয় যদি নিজ উপজেলায় যথেষ্ট পদ শূন্য না থাকে। নিজ উপজেলায় পদ শূন্য হলে তারা বদলি হয়ে আসতে পারবেন। সেখানে উল্লেখ নেই যে, গ্রাম থেকে শহরে আসতে পারবেন না। সেই সুযোগে তারা গ্রাম থেকে শহরে আসেন। এ ক্ষেত্রে বদলির মূল নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। এমনকি গ্রাম থেকে গ্রামে আসেন, তারপর একই উপজেলার শহরের স্কুলে বদলি হন। চালাক প্রার্থীরা যখন দেখেন গ্রামের স্কুলে শূন্য পদ আছে তখন তারা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করে অন্য উপজেলায় যোগদান করেন এবং শহরের স্কুলের পদ শূন্য হলে বদলি হয়ে আসেন।

চিন্তা করা যায়, যাদের স্থায়ী ঠিকানা শহরে তাদের ওপর কতটা জুলুম করা হয়? শহরে প্রতিযোগিতা বেশি বলে দাদাবাড়ি-নানাবাড়ি আরও কত বাড়ি থেকে নাগরিকত্বের সনদপত্র তুলে চাকরিতে প্রবেশ করেন, আবার স্থায়ীযুক্ত জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে গ্রাম থেকে শহরে বদলি হয়ে আসেন। আর শহরের প্রার্থীরা প্রথমবার নিজ উপজেলার মধ্যে গ্রামে নিয়োগ পেয়ে পুরো চাকরিজীবন ওই গ্রামেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এত কম বেতনে এত কষ্ট করেন অথচ নীতিমালার অস্পষ্টতার জন্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তাদের যদি নিজস্ব ক্যাডার থাকত তাহলে সেই কর্মকর্তারা শিক্ষকদের স্বার্থের কথা ভাবতেন।

□ শিক্ষক